চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র বা সিনেমা আমাদের একটি অতি পরিচিত বিনোদনের মাধ্যম। মানুষের জীবনে সিনেমার প্রভাব কত ব্যাপক তা বলে শেষ করা যায় না। যেসব অভিনেতা বা অভিনেত্রী সিনেমায় ভূমিকা নেন তাঁদের জনপ্রিয়তা সবার উপরে। সিনেমার মাধ্যমে আমরা কত দেশ বিদেশের ছবি দেখি, সেখানকার মানুষের বিচিত্র জীবনকথাও আমাদের নজরে পড়ে। নানা দেশের নদী, পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য সব যেন জীবন্ত হয়ে আমাদের চোখে ধরা দেয়। শুধু কি তাই, বনে জঙ্গলে যেসব জীবজন্তু ঘুরে বেড়ায় তাদের সম্বন্ধেও আমরা জানতে পারি সিনেমায় ছবি দেখে। সমুদ্রের গভীরে যে সব জলজ উদ্ভিদ বা প্রাণী থাকে সিনেমার ক্যামেরায় তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে। বই পড়ে আমরা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি, কিন্তু চোখে প্রত্যক্ষ করলে তা' মনে স্থায়ী আসন পায়। তবে সিনেমার একটা মন্দ দিকও আছে। সিনেমায় যেসব কুরুচিপূর্ণ ছবি দেখানো হয় সেগুলো মানুষের মনকে বিকৃত করে। যুদ্ধ, হিংসা, ধ্বংস প্রভৃতির ছবিও মানুষের মনে—বিশেষ করে শিশুমনে গভীর প্রভাব রাখে। এর ফল অনেকসময় মর্মান্তিক হয়।

Scanned with CamScanner

বিজ্ঞানের দান

মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালতে শিখল, বলতে গেলে সেদিন থেকেই আধুনিক সভ্যতার শুরু হল। এই আবিষ্কারটি না হলে সভ্যতা এগিয়ে যেতে পারত না। এটাই হল বিজ্ঞানের অবদান। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে বিজ্ঞানের গভীর প্রভাব। আজ বিজ্ঞানের বলে দূর হয়েছে মানুষের কাছে নিকট। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মানুষ খুব অল্পসময়ে ছুটে যেতে পারছে। মাটিতে চলছে ট্রেন, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি। সাগরে, নদীতে ভাসছে জলযান। আকাশপথে উড়ছে এরোপ্লেন। সুদূর চন্দ্রলোক ও আরও দূরের গ্রহ আজ আর মানুষের কাছে দুরধিগম্য নয়। ভূগর্ভে চলছে রেলগাড়ি। বিজ্ঞানের আবিষ্কার জ্ঞানবিস্তারের সহায়ক হয়েছে। বই, সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, টেলিফোন, ইন্টারনেট প্রভৃতির সাহায্যে আমরা ঘরে বসে সারা দুনিয়ার খবর পেয়ে যাচ্ছি। জীবনে কত আনন্দ ও আরাম আমরা উপভোগ করতে পারছি বিজ্ঞানের কৃপায়। পৃথিবী থেকে ভয়ঙ্কর সব ব্যাধি বিজ্ঞানের কৃপায় দূর করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের আর একটা দিক কিন্তু পৃথিবীতে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। নানারকম মারণ অস্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতা আজ এক গভীর সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভয়ংকর পরিণতির শেষ কোথায় কে বলে দেবে?

Scanned with CamScanner